দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

শিক্ষার আসল সঙ্কট মাধ্যমিক পর্যায়ে

প্রকাশিত: ০৯ - মে, ২০১৮ ১২:০০ এ. এম.

- মোঃ মইনুল ইসলাম

জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে শিক্ষা যে ক্রান্তিকালীন ভূমিকা পালন করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, শিক্ষিত মানুষই উন্নয়নের চাবিকাঠি। অন্যদিকে শিক্ষা শুধু জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই সৃষ্টি করে না, তাকে সুসভ্য মানুষও তৈরি করে। এই দুইয়ের সম্মিলনে সৃষ্টি হয় সভ্য সমাজ। উন্নত-সমৃদ্ধ অর্থনীতির সঙ্গে সভ্য মানুষের মিলনের ফলে সভ্যতার জয়রথ এগিয়ে চলে। উন্নয়ন তাই বৃহৎ অর্থে সভ্যতার অগ্রগতি। সুশিক্ষিত, সভ্য এবং সৃষ্টিশীল মানুষ তৈরির কারখানা হলো বিদ্যালয়। বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল তিনটি উপাদান হলো : ১. পর্যাপ্ত সংখ্যক যথোপযুক্ত শিক্ষক, ২. আগ্রহী শিক্ষার্থী এবং ৩. শিক্ষাবান্ধব সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ। আলোচ্য নিবন্ধে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার ওপরই বিশেষভাবে আলোকপাত করা হচ্ছে এবং সে পর্যায়ের শিক্ষক সঙ্কটের বিষয়টির ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কারণ শিক্ষকই শিক্ষাদানের মূল কারিগর।

শিক্ষা ব্যবস্থাটি অনেকটা বেশ কয়েকটি তলা বিশিষ্ট একটি অট্টালিকা বা ইমারতের মতো, যার মধ্যে আছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক বা ডিগ্রী এবং স্নাতকোত্তর বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তর। তার গোড়া বা ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তর। ভিত্তি দুর্বল হলে যেমন গোটা ইমারতটি দুর্বল এবং নড়বড়ে হয়ে পড়ে, তেমনি অবস্থা শিক্ষারও। আমাদের দেশে শিক্ষার বড় দুর্বলতা প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে। তবে মাধ্যমিকের তুলনায় প্রাথমিকের অবস্থা অনেকটা ভাল। এর বড় কারণ, প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকার মোটামুটি জাতীয়করণ করে ফেলেছে। বেশ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এখন শিক্ষক নিয়োগ করা হয় এবং তাদের ট্রেনিং দেয়া হয়। সরকারী স্কেলে বেতন-ভাতা পাওয়ার ফলে তাদের আর্থিক অভাব-অভিযোগও কম। ফলে শিক্ষা দানের কাজটি যথেষ্ট উন্নত মানের না হলেও মোটামুটি ভালভাবেই চলছে বলা যায়, কিন্তু বড় সমস্যা হচ্ছে মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি পর্যায়ে। এ ধারণাটি আমার বদ্ধমূল হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে। আমাদের শিক্ষার্থীদের ইংরেজী, বাংলা এবং গণিতের দুর্বলতা থেকে এটা স্পষ্টতই ধরা পড়েছে। তাদের ইংরেজীতে দুর্বলতা অত্যন্ত দুঃখজনক। অথচ পাঠদান, পাঠ্যবই এবং পরীক্ষা সবই ইংরেজীতে।

শুরুতেই বলা হয়েছে, শিক্ষার মূল তিনটি উপাদানের বড় একটি হচ্ছে পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক। আমাদের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে এই উপাদানটির প্রচ- অভাব আছে। কিছুদিন আগে একটি প্রধান খবর ছিল, সরকারী হাই স্কুল এবং কলেজে ৮ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য (দৈনিক সংবাদ ২৬-০৪-১৮)। বেসরকারী হাই স্কুলগুলোতে এ অবস্থা আরও করুণ। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দফতরের (মাউশি) উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় রাজধানীর ৪৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকদের অভিমত এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের মতে দেড় বছরের বেশি সময় ধরে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। দেশজুড়ে এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪০ হাজারের বেশি শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। এর ফলে মানসম্মত শিক্ষা দান দূরের কথা, শিক্ষা কার্যক্রমই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে (যুগান্তর ২৭-০৪-১৮)। হাই স্কুলগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষা দূরে থাকুক, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের যে নিদারুণ অভাব, এসব তথ্য-উপাত্ত থেকে সহজেই অনুমেয়।

উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবের ফলে মাধ্যমিক স্কুলগুলোর বেহাল অবস্থা দেশের শিক্ষিত সচেতন মানুষ অবগত। সরকার যে এটা জানে না তা নয়। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সরকার তাই সেকেপ (ঝউছউচ) বা মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানবৃদ্ধি' নামক একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কিন্তু সমস্যাটি এত বিরাট যে সেকেপের বিশেষ কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য ফলাফল মাঠ পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে না। মাধ্যমিক স্তরে পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক না পাওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের চাকরিটি যোগ্যতাসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েটদের কাছে নানা কারণে আকর্ষণীয় নয়। এর বেতন ভাতা অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী চাকরির তুলনায় খুব কম। এখনও বেশ কিছু সংখ্যক স্কুল সরকারী এমপিওভুক্ত নয়। এমপিওভুক্ত স্কুল শিক্ষকদেরও সরকারী কর্মচারীদের মতো অন্যান্য ভাতা নেই। বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বা পদোন্নতির সুযোগ নেই বললেই চলে। তাছাড়া আছে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির অব্যবস্থাপনা ও খামখেয়ালিপনা।

নেহায়েত বাধ্য না হলে শিক্ষিত মেধাবীরা বেসরকারী হাই স্কুলের চাকরিতে আসে না। এমনকি সরকারী হাই স্কুলেও যারা আসে তারাও এটাকে বেকার থাকার চেয়ে ভাল। বিবেচনা করে আসে। সেখানেও পদোন্নতির সুযোগ খুব কম। এমনকি সিলেকশন গ্রেড পাওয়ার সুযোগও তেমন নেই বলে অভিযোগ আছে। তাছাড়া দেশের প্রচলিত সংস্কৃতিতে সরকারী চাকরির আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে ক্ষমতা এবং অর্থ-উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা। ক্ষমতা মানেই সাধারণ মানুষের ওপর বাহাদুরি প্রদর্শন। তার সঙ্গে অনেক চাকরিতেই ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ আয়-রোজগারের সুযোগ থাকে বেশি। সে হিসেবে শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রচলিত অর্থে ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ খুব কম। অন্যদিকে ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের পথ তেমন নেই, যদিও কিছুসংখ্যক শিক্ষক প্রাইভেট পড়ানোর মত অনৈতিক কাজ করে থাকে। তাই বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে আমার ছাত্রদের কেউ কেউ চাকরি পাওয়ার পর বলতে শুনেছি, গরিবের চাকরিটি পেয়েছি। আমাদের সমাজও এর জন্য কম দায়ী নয়। শিক্ষক মানে 'গরিব মাস্টার' জাতীয় ধারণা সমাজে শিক্ষককে অবহেলা এবং করুণার পাত্রে পরিণত করেছে। দুয়েকটি ঘটনায় দেখা গেছে সরকারী হাইস্কুলের একজন এসিসস্ট্যান্ট টিচারের চেয়ে পুলিশের একজন এসআই বা সাব ইন্সপেক্টরকে বিয়ে শাদির ব্যাপারে অনেক বেশি অগ্রাধিকার দিতে। তবে এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, সমাজে অন্যায়-অবৈধ ক্ষমতাধারী এবং দুর্নীতিবাজ অর্থবিত্ত সম্পন্ন মানুষকে অধিক সম্মান এবং গুরুত্ব দিচ্ছে।

যাহোক, শিক্ষককে সমাজে মর্যাদা দিক না দিক অন্তত রাষ্ট্র তাকে ন্যায়সঙ্গত বেতন-ভাতা দিক এটা শিক্ষার স্বার্থেই দরকার। শিক্ষা চাইবেন, অথচ শিক্ষককে ন্যায্য আর্থিক সুবিধা দেবেন নাÑ এটা হয় না। তাছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে বড় ধরনের বেতন বৈষম্য থাকা উচিত নয়। বিষয় বিবেচনায় মাধ্যমিক স্কুলে ইংরেজী এবং অঙ্কের শিক্ষকের অভাব অতিশয় প্রকট। প্রয়োজনে অতিরিক্ত বেতন এবং যথাযথ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে এ দুটো বিষয়ে শিক্ষকের অভাব দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোর দিকে। সেখানকার মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে যেমন নেই পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক, তেমনি নেই যথোপযুক্ত শিক্ষক। বিশেষ করে ইংরেজী এবং অঙ্কের শিক্ষক নেই বললেই চলে।

শিক্ষকদের বেতন ভাতা তথা যথোপযুক্ত পারিশ্রমিকের কথা আগেই বলা হয়েছে। সেটা হবে আর্থিক প্রেষণা দেয়ার একটি উপায়। অনার্থিক প্রেষণার মধ্যে গুণী শিক্ষকদের সম্মানিত করার উদ্যোগও নিতে হবে। তাদের সম্মাননা ও সংবর্ধনা দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রতিবছর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ঘোষণার প্রথা চালু করা দরকার। সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলে শিক্ষকরা অনুপ্রাণিত হবেন এবং সমাজেও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে শিক্ষকদেরও আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তাদের কাজকর্ম ও জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষকদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রদের দুর্বলতার একটি বড় প্রমাণ মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া বেশ কিছু শিক্ষার্থীর অকৃতকার্যতার ফলে। একবার দেখা গেল মাত্র ২ জন ছাত্র ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এসব থেকে এটা স্পষ্ট যে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমান খুবই দুর্বল। পরিশেষে বলব, আমাদের শিক্ষার আসল গলদ মাধ্যমিক পর্যায়ে।

লেখক : সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।। Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

Developed By Bikiran.Com